দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV. 22 2002

শিশু হাসপাতালেও ছাত্র ভর্তি কেলেঙ্কারি, তালিকার সিংহভাগই সরকার সমর্থিত জঙ্গী কর্মী !

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় অনিয়মের আরও খবর পাওয়া গেছে। এবার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে শিশু হাসপাতালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তিকে কেন্দ্র করে। এ নিয়ে দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রকাশ করেছেন উদ্বেগ। উদ্বেগ তাঁদের চিকিৎসা শিক্ষায় নৈতিকতা নিয়ে, আগামী দিনের শিশুদের চিকিৎসার যথাযথ মান নিয়ে।

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্ট আলোড়ন স্তিমিত হতে না হতেই

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

শিশু হাসপাতালেও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এবার আলোচনায় এসেছে ঢাকা শিশু হাসপাতালে এমডি-এমএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা। সদ্য হয়ে যাওয়া এই পরীক্ষার ফল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এর নিরপেক্ষতা এবং যথার্থতা নিয়ে।

এমএস এবং এমডি শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় গত শুক্রবার। এই দুটি পরীক্ষার ফল যখন বোর্ডে টাঙ্গানো হয়, তা দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায় ছাত্রছাত্রী, এমনকি শিক্ষকরা পর্যন্ত। মেধা তালিকার ওপরের দিকের সিংহভাগ নামই সরকার সমর্থিত দলের জঙ্গী কর্মীদের। একজন শিক্ষক জানান, এই 'মেধাবী'দের কখনই দেখা যায়নি লাইব্রেরীতে। অন্য স্বাভাবিক সময়ে এরা হয়ত এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সাহসই পেত না। আর এখন আচমকা এসে অংশ নিয়ে রীতিমতো শীর্ষ মেধাবীতে পরিণত হয়েছে। অপর একজন শিক্ষক বলেন, 'এই ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিটি বেশ কঠিন। এমসিকিউ পদ্ধতির এই পরীক্ষায় কেউ ভুল উত্তর দিলে তার মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে সমপরিমাণ নম্বর কাটা যাবে। তারপরও বিস্ময়করভাবে এই ছাত্র নেতাদের কেউ কেউ ৮৫ শতাংশ নম্বর পর্যন্ত পেয়ে গেছে।' কিভাবে ঘটেছে এই দুর্নীতি- এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, একাডেমিক কাউন্সিল এবং পরীক্ষার্থীর মধ্যে যদি সমঝোতা থাকে তাহলে হাজার রকমের দুর্নীতিই সম্ভব। যদি উক্ত পরীক্ষার্থীদের আগেই প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়ে থাকে কিংবা বাইরে থেকে লিখে আনা উত্তরপত্র গোপনে গ্রহণ করা হয়ে থাকে- কোনকিছুই তো বাইরে থেকে জানা সম্ভব নয়। তাই কিভাবে হয়েছে সেটা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- আদৌ দুর্নীতি হয়েছে কিনা সেই বিষয়টি। অবস্থাদৃষ্টে এ বিষয়ে আর কারও কোনই সন্দেহ নেই।'

মন্দ কপালের অনেক পরীক্ষার্থীর একজন জানায়, প্রথম রেজাল্টশীট টাঙ্গিয়ে দেয়ার পর ছাত্রছাত্রী, এমনকি শিক্ষকদের মধ্যে পর্যন্ত তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্ষোভটি প্রধানত হয় তালিকার শীর্ষে এনায়েত হোসেন, এমদাদুল হক, আব্বাস উদ্দিন খান, নাজমা ইয়াসমিন, শাখাওয়াত হোসেন- এই সব নাম দেখেই। বিষয়টি বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে নামসংবলিত তালিকাটি বোর্ড থেকে সরিয়ে ফেলে। এর পর তারা সেখানে নতুনভাবে টাঙ্গিয়ে দেয় কেবল রোল নম্বর সংবলিত তালিকা। নির্লজ্জ এই কারচুপির প্রতিবাদে ভর্তির দায়িত্বে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একজন শিক্ষক রেজাল্টশীটে নাকি স্বাক্ষর পর্যন্ত করেননি।

উল্লেখ্য, শিশু চিকিৎসাশাস্ত্রে এমএস এবং এমডি কোর্সে এবার এই প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে ৮ জন এবং ১০ জন হিসাবে মোট ১৮ জনের ভর্তির সুযোগ ছিল। একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ জনই কেবল দলীয় পরিচয়ের জোরে মেধা তালিকায় ঢুকে গেছে। কিছুদিন পূর্বে একই প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি পরীক্ষাতেও একই ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বলে একাধিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এভাবে তুলনামূলক কম মেধার ছাত্রছাত্রীদের কেবলমাত্র দলীয় পরিচয়ের ওপর ভর্তি করাকে একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সারা দেশের জন্যই এক অশনিসঙ্কেত হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই 'মেধাবী'রা পরবর্তীতে একই প্রক্রিয়ায় হয়ত ডিগ্রীও পেয়ে যাবে। এক একজন বনে যাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। টাকার জোরে সুদৃশ্য চেম্বার করবে, নামের পাশে বাহারি ডিগ্রী ঝুলিয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে মোহিতও করবে, বেড়ে যাবে তাদের ভিজিটের পরিমাণ। কিন্তু সব মিলিয়ে ফলটি দাঁড়াবে কি? শিশুরা হতে থাকবে ভুল চিকিৎসার শিকার।